দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..06 APR 1988..
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ..1...

044

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, আনন্দ-উল্লাস, নানা অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে গত পয়লা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ১৯৮৮ পালিত হয়। ঐ দিন সকাল সাড়ে ৮টায় কলাভবন সংলগ্ন মাঠে বিএনসিসি রেঞ্জার্স ও রোভার স্কাউটস্‌দের সম্মিলিত কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে এই দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল মান্নান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে প্রফেসর শামসুল হক বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করে জাতীয় উন্নয়নকে দ্রুততর করা আজ জরুরী। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ব্যাপক। সেই দায়িত্ব সম্পাদানার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্বিন্যাস করে যুগোপযোগী করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে সৃজনশীল প্রতিভার লালন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি ছাত্র-শিক্ষক সুন্দর সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ক্যাম্পাসে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে ছাত্র-শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিরতার মূলে রয়েছে তারুণ্যের স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য ও আদর্শবাদিতা। যদি এই আদর্শবাদিতা প্রসূত অস্থিরতাকে সৃষ্টিশীল ধারায় পরিচালনা করা যায় তবেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব হবে। প্রফেসর শামসুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলোর মূল কারণ ক্যাম্পাস বহির্ভুত এবং সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে সকলের সমবেত প্রচেষ্টা। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমাজের প্রভাবশালী মহলের পূর্ণ সহযোগিতা এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকামী দলের এগিয়ে আসার প্রয়োজন আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নান ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকার, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী, ছাত্র সংগঠনসহ সকল মহলের প্রতি সহযোগিতার আহবান জানান।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই দিবস পালন উপলক্ষে যা কিছু ক্যাম্পাসে ঘটেছে তার সবটাই এবং সবকিছুই কি নির্দোষ? বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ জ্ঞান মনীষার পক্ষে কি তা শোভন, সুন্দর এবং তাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মর্যাদার অনুকূল? ক্যাম্পাসের মিনি মনীষীদের কাছে আমাদের আন্তরিক আরজ আগামী বছর, এই দিবস আসার আগে আশা করি তারা এ প্রশ্নের জবাব দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ক্যাম্পাসের কোথায় কি ঘটেছে আমরা তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরে আমাদের এই লেখাকে অসুন্দর ও অপাঠ্য করে তুলতে চাইনে। শুধু সংক্ষেপে এটুকু বলতে চাই যে, ঐদিনের ঘটিত সুন্দর শোভন ঘটনাসমূহের পাশাপাশি সংঘটিত অবাঞ্ছিত ঘটনাসমূহ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের ভাবগাম্ভীর্যই ক্ষুণ্ন করেনি বরং ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের পবিত্রতার শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে। কোন কোন পত্রিকায় বহিরাগত দুষ্কৃতকারীরা ঐ সকল ঘটনা ঘটিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশবাসীর বিশেষত এই মহানগরীর অধিবাসীরা অবশ্যই জানতে চাইবেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি তবে কি কোন অরক্ষিত হানা বাড়ি? যে বাড়ির এপাশ ওপাশ যাতায়াত করতে কোথাও কোন রোকাওয়াট নেই? অবাধ রাজত্ব চলে আসছে বহিরাগত দুষ্কৃতকারীদের? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী—শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকার-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এক কুমীরের বাচ্চা আপনারা কতবার দেখাবেন? ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীরাও এ প্রশ্নের জবাব আর এড়িয়ে যেতে পারবেন না। বিষয়টির প্রতি আমরা চ্যান্সেলরের নেক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।